দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 OCT 1992
পৃষ্ঠা 4 কলাম (3)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস ও কিছু ভাবনা

জীবন কৃষ্ণ মোদক

গতকাল ১৫ই অক্টোবর ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি বেদনাবহ, শোকাবহ এই দিনটি। ১৯৮৫-র এই দিনে জগন্নাথ হলের একটি ভবনের ছাদ ধসে ঘটনাস্থলেই ৩৪ জন এবং পরে আরো ৫ জনসহ মোট ৩৯ জন ছাত্র তরুণের অকাল মৃত্যু ঘটে। আহত হয় কয়েক শত, যাদের অনেকেই চিরদিনের মতো পঙ্গু হয়ে গেছে। বর্ষচক্রের আবর্তে প্রতিবছর শরতের শেষে গভীর দুঃখ আর বেদনার স্মৃতি নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয় অভিশপ্ত ১৫ই অক্টোবর। এ দিনটি যতই এগিয়ে আসতে থাকে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে নিহত উনচল্লিশ জন তরুণের রক্তমাখা বিকৃত মুখ ও বিকলাঙ্গ দেহ, সন্তান হারা মা বাবা ও ভাই-হারা বোনের আর্তনাদ আর আহাজারি, ৩৯ জন তরুণের তাজা রক্তে যে কলংকময় ইতিহাস রচিত হয়েছিল সেদিন তার লজ্জা ঢাকবার উপায় আমাদের কারোই নেই। একটি জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা যে কত অবহেলার শিকার হতে পারে জগন্নাথ হলের ১৫ অক্টোবরের দুর্ঘটনা দুর্ভাগা বাঙালী জাতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। '৮৫-র ১৫ই অক্টোবরে শুধু জগন্নাথ হলে ছাদ ধসে পড়েনি, ধসে পড়েছিল দেশের চরম অবহেলিত শিক্ষা ব্যবস্থাই। শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বল্প বাজেট বরাদ্দ এবং কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার ফসলই জগন্নাথ হল দুর্ঘটনা। ১৫ই অক্টোবর আমাদের শিখিয়েছে যে, দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় আমরা যতটা আবেগ আপ্লুত, ব্যবস্থাপনায় ততোধিক দুর্বল। ঐ দিনের দুর্ঘটনা সাক্ষ্য দিয়ে গেছে বঞ্চনার ঘুণে ধরা সমাজের ছাদ আমাদের মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়েছে। ১৫ই অক্টোবরে ধসে পড়া ভবনটি নির্মিত হয়েছিল মূলতঃ ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর প্রাদেশিক আইন সভার ভবনরূপে। পরে নাখালপাড়ায় নতুন ভবন তৈরী হলে এটি জগন্নাথ হলকে দিয়ে দেয়া হয়। এরপর হতেই ভবনটি জগন্নাথ হলের মিলনায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। সেই ভবনটি বহু আগেই ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং বিপদজনক হয়ে পড়েছিল। ১৯৭১-এ স্বাধীনতা লাভের আগে ওপরে এ পরিষদ ভবনের সংস্কারের আবেদন জানিয়ে হল কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল দপ্তরকে অসংখ্য পত্র লিখেছেন যার প্রমাণ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্রে। কিন্তু কোন কারণে তা যথাসময়ে মেরামত করা হয়নি। তা আজও আমাদের নিকট অজ্ঞাত।

জগন্নাথ হল দুর্ঘটনা একদিকে যেমন আমাদের জীবনে এনেছে অসীম ব্যথা এবং ক্ষোভ অন্যদিকে এ দুর্যোগ মোকাবেলা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি বাঙালী চরিত্রের সুন্দরতম রূপটি। রক্ত ভেজা এ দিনটি একদিকে যেমন প্রকাশ করেছে এক সমুদ্র শোক দুঃখ ও যন্ত্রণার এক বিশাল বারিধি অপরদিকে ঘাত্মিকভাবে রূপান্তরিত হয়েছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালীর ঐক্যবদ্ধ চেতনা নিয়ে জাতীয় দুঃসময়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার চিরায়ত ঐতিহ্য ও চেতনা। এ দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই ছাত্র-ছাত্রী, ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক, হাসপাতাল কর্মচারী, রিক্সাচালক, বেবিট্যাক্সী চালকসহ সমস্ত জনসাধারণের যে আন্তরিকতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা এবং নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শ স্থাপন করেছেন তা '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা আরেকবার প্রকাশিত হয়েছে কোন জাতীয় দুর্যোগে বাঙালী জাতি ত্যাগ ও তিতিক্ষা দেখাতে কুণ্ঠিত হয় না। ১৫ই অক্টোবরের দুর্ঘটনার পর লাখো জনতার প্রত্যাশা ছিল এই ভয়াবহ ট্রাজেডীর সুষ্ঠু তদন্ত হবে, দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে এবং নিহত-আহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে, কিন্তু সে প্রত্যাশা আজও পূরণ হয়নি। তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং স্বৈরাচারী সরকার বিশ্ববাসীর ঘৃণা, ধিক্কার, নিন্দা, রোষ আর নিজেদের ব্যর্থতাকে চাপা দেয়ার জন্য প্রত্যেক মৃত ছাত্রের পরিবারকে এক লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের জন্যে অল্প কিছু টাকা দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য, তাছাড়া দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে যেসব তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং সেগুলোর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রত্যেকটিতেই বলা হয়েছে যে, 'এই দুর্ঘটনায় যদি কেহ কেহ দুর্ভাগ্যবশতঃ পঙ্গু বা আংশিক পঙ্গু হয় তাহলে তাদেরকে সম্মানজনকভাবে আমাদের সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আহতদের কয়েক-জনের চাকরির ব্যবস্থা করলেও আজ পর্যন্ত সবার চাকরির ব্যবস্থা হয়নি এবং তদন্ত কমিটি কর্তৃক ১৫ই অক্টোবর দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত প্রকৌশলীদের তো কোন বিচারই হয়নি বরং আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি তাদের পুরস্কার স্বরূপ পদোন্নতি হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে জীবন সংগ্রামে নিয়োজিত আমাদের দেশের মানুষ। তাদের শ্রমের দামে গড়ে উঠা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছিল তাদেরই প্রিয় সন্তানেরা। সন্তানদের ঘিরে ছিল তাদের অনেক স্বপ্ন, কিন্তু সব স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসকের ভ্রান্ত ও অবহেলিত শিক্ষানীতির ফলে জগন্নাথ হলের ছাদ ধসে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। দীর্ঘ সংগ্রামের পর বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। আশা করি গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে বিগত স্বৈরাচারী শাসকের সৃষ্ট ক্ষত চিহ্নগুলো সারানোর উদ্যোগ নেবেন। সে ভ্রান্ত অবহেলিত শিক্ষানীতির ফলে জগন্নাথ হলে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে গণতান্ত্রিক সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে আমরা আশা রাখি। আজ আমাদের মাঝে নিহত সেই বন্ধুরা নেই কিন্তু [illegible] গেছে সমাজের অবিচারের মর্মন্তুদ স্মৃতি। তাদের প্রতি সমাজের বঞ্চনার ইতিহাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবসের সপ্তম বার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে আমরা তাদের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের এ অবিচার আর বঞ্চনার বিচার চাই; আহত বন্ধুদের চাই যোগ্য পুনর্বাসন। আমরা বুকে ধরে আছি অকাল প্রয়াত বন্ধুদের উষ্ণ সান্নিধ্যের স্মৃতি। 'মরণ সাগর পারে তোমরা অমর আমরা [illegible] স্মরি।'